বর্ষ ২
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

পটিয়ায় ঘাসফুলের কমিউনিটি সভায় বক্তারা

গরিব মানুষের অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ

পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসেন কামাল বলেছেন, 'এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।' ইউএনও গত ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পটিয়া উপজেলার ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ঘাসফুল আয়োজিত কমিউনিটি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর আলী চৌধুরী ও ৭ নং জিরি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শফিকুল ইসলাম। স্থানীয় লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক কিশোর মালাকার, লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আইয়ুব আলী প্রমুখ। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এবং অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান। কোলাগাঁও ইউনিয়নের পক্ষে মেম্বার শামসুল ইসলাম এবং এলাকাবাসীদের পক্ষে নুরুল হক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ঘাসফুল-এর প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

সমাপনী বক্তব্য রাখছেন শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

আবু করিম ছামি উদ্দিনের কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বক্তারা এই এলাকায় ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে সংস্থার কাছে তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন।

(পৃষ্ঠা ৭-এ দেখুন)

এডিএফ-এর সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব

এডলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের (এডিএফ) আয়োজনে পক্ষকালব্যাপী সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় কয়েকটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে ঘাসফুল স্কুলের পাঁচ শিক্ষার্থী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। গত ২২ মে থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন ১৪টি সংস্থা অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের একাংশে

২২ মে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সৃজনশীল প্রতিযোগিতার সূচনা ঘটে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় 'ক' ও 'খ' বিভাগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড়শ শিশু অংশ নেয়। এতে ঘাসফুল সুইপার কলোনী স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র অভিরাম 'ক' বিভাগে ৩য় স্থান এবং 'খ' বিভাগে জমির উদ্দিন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র জুয়েল ১ম ও বেপারী পাড়া স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র আবু তাহের ২য় স্থান লাভ করে।

এদিকে, একক অভিনয়ের ইভেন্টে 'ক' বিভাগে ঘাসফুল জমির উদ্দিন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছোট জুয়েল ২য় স্থান লাভ করে। এছাড়া উপস্থিতি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল মতিবর্ণা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী

(পৃষ্ঠা ২-এ দেখুন)

ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

নির্বাচনের পর বক্তব্য রাখছেন শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ চেয়ারম্যান এবং আজীবন সদস্য আফতাবুর রহমান জাফরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিবারের ন্যায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সাবেক সভানেত্রী মিসেস শাহানা আনিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্লাস্ট চট্টগ্রামের সমন্বয়কারী এডভোকেট রেজাউল করিম চৌধুরী।

নতুন নির্বাহী কমিটির অপর সদস্যরা হলেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন (সহ-সভাপতি), দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. শহীদুল্লাহ (যুগ্ম-সম্পাদক), সমাজসেবিকা মিসেস শামীম আকতার রুবি (কোষাধ্যক্ষ) এবং চট্টগ্রাম ক্লাবের চেয়ারম্যান ডা. মঈনুল ইসলাম মাহমুদ ও চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সহ-সভাপতি মঞ্জুরুল আমিন চৌধুরী (সদস্য)। নব নির্বাচিত কমিটির নিয়োগ গত ২ আগস্ট শনিবার থেকে কার্যকর হয়েছে এবং এ কমিটি আগামী দু'বছর দায়িত্ব পালন করবে।

অন্য পাতায়

সম্পাদকীয় / কেস স্টাডি	৩
নারী দিগন্ত	৪
কৃতি ছাত্র	৬
সংবাদ	২, ৪, ৫ ও ৬

রিফ্লেক্ট সংবাদ

সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি এখন আসে

ঘাসফুল 'আলয়' সার্কেলের উদ্যোগের ফলে নগরীর পোস্তারপাড় এলাকার ময়লা নিষ্কাশনের জন্য এখন নিয়মিতভাবে সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি যায়।

প্রসঙ্গত, আলয় সার্কেলের অবস্থান পোস্তারপাড় আছমা খাতুন সিটি কর্পোরেশন স্কুলের সন্নিকটে। পাশে বিস্তৃত এলাকা রেলওয়ের। এখানে ময়লা ফেলার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। ফলে, এলাকাবাসীরা যত্রতত্র ময়লা ফেলে দূষিত করে তোলে এলাকার পরিবেশ। গত আগস্ট মাসে এ্যাকশন প্ল্যান হিসেবে আলয় সার্কেল আবর্জনা প্রসঙ্গটি বেছে নেয় এবং স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারকে স্মারকলিপি দেয়।

কমিশনারের প্রতিশ্রুতি মতো পরদিনই ময়লার গাড়ি যায় ওই এলাকায়। এখন এলাকাবাসী নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা জমিয়ে রাখে এবং সপ্তাহে একদিন ময়লার গাড়ি এসে তা নিয়ে যায়।

অধিকার ও জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ প্রশিক্ষণ

'রিফ্লেক্ট অধিকার ও জেন্ডার সম্পৃক্তকরণ' শীর্ষক চারদিনের এক প্রশিক্ষণ গত ১৭-২০ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বেসিক সার্কেলের ১৫ জন সহায়ক এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আর এতে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের রিফ্লেক্ট ট্রেইনার খালেদা খাতুন, সিডব্লিউএফডি চট্টগ্রামের রিফ্লেক্ট ট্রেইনার ফারহানা ফেরদৌস শিমু এবং ঘাসফুল-ব্লাস্ট প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

গ্রাফিক্স অঙ্কনে ব্যস্ত প্রশিক্ষণার্থীদের একটি গ্রুপ

রিফ্লেক্ট কর্মসূচি অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও অবহেলিত প্রান্তিক নারী সমাজের অধিকার আরো ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠা এবং একই সাথে জেন্ডার বিষয়ক আলোচনাকে কিভাবে এই কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা যায় মূলত: তাই আলোচনা করা হয় এ প্রশিক্ষণে।

রঙতুলি সার্কেলের জন্ম নিবন্ধীকরণ কার্যক্রম

শিশু জন্মের পর জন্ম নিবন্ধন যে তার অধিকার-এ তথ্যটি রঙতুলি সার্কেলের সদস্যদের এতটাই উদ্বুদ্ধ করেছে যে, গত ২ সেপ্টেম্বর পাঁচ অংশগ্রহণকারী তাদের ছয় ছেলে মেয়ের জন্ম নিবন্ধন করিয়েছেন। রঙতুলি সার্কেলের অংশগ্রহণকারীরা শিশুর জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টি জানতোই না। সার্কেলে আলোচনার পর তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ফলে সার্কেলের অংশগ্রহণকারী পেয়ারা, চম্পা, সুরাইয়া, সায়েরা ও ফাতেমা তাদের ছেলেমেয়েদের ওয়ার্ড কমিশনার অফিসে গিয়ে জন্ম নিবন্ধীকরণ করায়। সার্কেলের অংশগ্রহণকারীরা ক্রমান্বয়ে এলাকার অন্য শিশুদেরও জন্ম নিবন্ধীকরণের উদ্যোগ নেবে বলে জানিয়েছেন।

ভিজিএফপি কার্ডের আশ্বাস পেলো সাধনা সার্কেল

ঘাসফুল সাধনা সার্কেলের অংশগ্রহণকারীদের দাবির মুখে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার আলী বক্স পরবর্তীতে তাদের মধ্যে ভিজিএফপি কার্ড বিতরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

'ভিজিএফপি কার্ড প্রাপ্তি অধিকার' সার্কেলের নিয়মিত আলোচনায় এমন একটি তথ্য লাভের পর গত ৯ সেপ্টেম্বর সার্কেলের পাঁচ অংশগ্রহণকারী ওয়ার্ড অফিসে যায়। ওয়ার্ড অফিসের সচিব তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করায় তারা সরাসরি কমিশনারের সাথে দেখা করেন। কমিশনার আলী বক্স তাদের বক্তব্য শোনার পর পরবর্তীতে তাদেরকেও ভিজিএফপি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী : জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে মোট ২,৮০০ জন উপকারভোগী জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে জুলাই মাসে ৮৭০ জন, আগস্টে ৮৭৫ জন এবং সেপ্টেম্বরে ১০৫৫ জন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মধ্যে পিল ১৬৯৮, কনডম ৭৪৯, আইইউডি ৪৮, ইনজেকশন ২৯০, লাইগেশন ১৪ ও নর প্লান্ট ১ জন গ্রহণ করেছে।

টিকা ও টিটি : এ সময়ে ৫৭৪ জন শিশুকে ছয়টি মারাত্মক রোগের প্রতিরোধক টিকা দেয়া হয় যার মধ্যে রয়েছে জুলাইতে ১৪৭ জন, আগস্টে ১৮৮ জন এবং সেপ্টেম্বরে ২৩৫ জন। অন্যদিকে, ১৪-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে টিটি গ্রহণ করেছেন ৯২৮ জন। এদের মধ্যে জুলাইতে ২৩৫, আগস্টে ২৯০ ও সেপ্টেম্বরে ৪০৩ জন।

সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা : সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্লিনিকের ৩২ টি সেশনে মোট ১১১১ জন এবং ৩৮ টি স্যাটেলাইট সেশনে ১২৬০ জন; অর্থাৎ মোট ২৩৭১ জন বিভিন্ন রোগের জন্য সেবা গ্রহণ করেন।

নিরাপদ প্রসব : এ সময়ে ঘাসফুলের কর্ম এলাকায় প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের (টিবিএ) সহায়তায় মোট ৫২২ জন নবজাতকের জন্ম হয়। এর মধ্যে জুলাই মাসে ১৩০ জন, আগস্ট মাসে ১৮৪ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ২০৮ জন।

গার্মেন্টসে স্বাস্থ্য সেবা : ঘাসফুল এ সময় মহানগরীর ২৪ টি গার্মেন্টস কারখানার ৬৫৩৩ জন কর্মীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে। এদের মধ্যে জুলাই মাসে ২৪২৩ জন, আগস্ট মাসে ২০১৯ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ২০৯১ জন এ সেবা গ্রহণ করে যার বেশির ভাগই নারী শ্রমিক।

টিবিএ কর্মশালা : ২৭ জুলাই, ৩১ আগস্ট এবং ২৮ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট মাসের নিয়মিত টিবিএ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ধাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো যথাক্রমে ৫৪, ৫৭ ও ৫৪ জন। এছাড়া জুলাই মাসের কর্মশালায় এভেন্টিস ফার্মাসিউটিক্যালসের সিনিয়র মেডিক্যাল ইনফরমেশন এসোসিয়েট মো: আওলাদ হোসেন ক্যান্সার বিষয়ে হাল নাগাদ তথ্য নিয়ে একটি অধিবেশন পরিচালনা করেন। আগস্ট মাসে জেসন ফার্মাসিউটিক্যালসের এরিয়া ম্যানেজার এ কে এম ফজলুল হক এবং সঞ্জীব দেব অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

লাইভলীহুড বিভাগে তিনটি মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর-তিন মাসে লাইভলীহুড বিভাগে তিনটি মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জুলাই, ২৮ আগস্ট ও ১৮ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় হল কক্ষে অনুষ্ঠিত এসব কর্মশালায় বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে রয়েছে সংশোধিত সঞ্চয় ও ঋণ ম্যানুয়াল পুন:পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী করা; ২০০৩ সালের জন্য প্রয়োজনীয় চলমান কার্যক্রম কৌশলের অংশ হিসেবে পানির কল, ঈদগাঁ, বৌ বাজার, নয়াবাজারসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি জরিপ কাজ পরিচালনা; ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জিইডিপি) ম্যানুয়াল সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন; সমিতি সদস্যদের পাস বুকের বার্ষিক নিরীক্ষণ; বার্ষিক লভ্যাংশ বন্টন; খতিয়ান বই পর্যালোচনা প্রভৃতি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত ম্যানুয়ালগুলো পর্যালোচনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিবর্তিত ম্যানুয়াল পুস্তকাকারে প্রণয়ের কাজ চলছে।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পিংকী ১ম স্থান অধিকার করে।

গত ৪ সেপ্টেম্বর বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অপরাজেয় বাংলাদেশ : অপরাজেয় বাংলাদেশ শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে গত ২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম রেল স্টেশন প্রাঙ্গনে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে অংশগ্রহণ করে জমির উদ্দিন স্কুলের ছাত্রী শাকিলা ৩য় স্থান অর্জন করে।

ওডেব : শিশু অধিকার সপ্তাহে ওডেব গত ৩০ সেপ্টেম্বর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সহযোগিতায় আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী শফিকুল, আবু তাহের ও মোস্তাফিজ-তিনজনই অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজন যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন এবং শেষোক্ত জন রানার্স আপ হয়।

এছাড়া, কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর শিশু একাডেমীতে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়ও ঘাসফুল অংশ নিয়েছে।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩

কোরআনের বাণী

তা এ জন্য যে যদি কোন জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেন তা তিনি পরিবর্তন করবেন। (সুরা আনফাল, আয়াত : ৫৩)

শিশু অধিকার সপ্তাহ

২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর প্রতি বছরের ন্যায় পালিত হচ্ছে শিশু অধিকার সপ্তাহ। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন এই সপ্তাহ উদযাপন করে থাকে। বেসরকারী সংগঠন ঘাসফুলও এ সময়ে নানা আয়োজন অংশগ্রহণে ব্যস্ত থাকে।

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ হলো শিশুরা। ফলে জনগোষ্ঠীর এই বিশাল অংশের অধিকার নিয়ে এ সপ্তাহে নানা আয়োজন থাকে। উপরন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের দেশের শিশুদের জন্য এ সপ্তাহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের বেশিরভাগ মানুষই যেখানে মৌলিক অধিকার লাভে ব্যর্থ, যেখানে দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশও শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতন নয়, সেখানে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন ও তার প্রভাব যথাযথভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

শিশুরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমে জড়িত ইত্যাদি নানা কথা শোনা যায়। এগুলো নিয়ে মঞ্চ মাত করেন বক্তাবা, সংবাদপত্রের পাতা ভরে থাকে প্রতিবেদন, কলাম, সম্পাদকীয়ে। কিন্তু ওই বলা পর্যন্তই, লেখা পর্যন্তই। কাজের কাজ আসলে কতটুকু হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।

শিশুদের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সংগঠন কাজ করছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ছাড়াও এনজিওগুলো কাজ করছে। জাতীয় পর্যায়ে সরকার ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং ইউনিসেফসহ বিভিন্ন সংগঠন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছে। তবে, আমরা মনে করি, যত সংগঠন যত ভাবেই কাজ করুক না কেন তাদেরকে মাটির কাছে যেতে হবে, শিশুদের কাছে আসতে হবে। মঞ্চে আমাদের বক্তৃতা হয়তো দিতে হবে; কিন্তু মাঠেও যেতে হবে যেখানে ছিন্নমূল শিশু রাস্তার ডাস্টবিনে খাবার খুঁজছে, শ্রমের নামে জীবন বিনাশী কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছে-এসব আমাদের দেখতে হবে, কাছ থেকে জানতে হবে। আমরা মনে করি, সপ্তাহব্যাপী এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা শিশু পরিস্থিতি জেনে তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের জন্য সত্যিকারের কিছু করতে পারবো। অনাগত সে দিনের প্রত্যাশায় নিয়ত সংগ্রামী ঘাসফুল।

কে স স্টা ডি

দৈনিক সঞ্চয় কার্যক্রমের প্রথম ঋণ গ্রহীতা

শাহাব উদ্দিন নীপু

'কোম্পানী' উপাধীটা মোহাম্মদ সেলিমের পৈতৃক কোনো সম্পদ নয়। পৈতৃক নামের সাথে কখন 'কোম্পানী' উপাধীটা জুড়ে যায় তাও তার ভালো মনে নেই। ট্রাকের হেলপার' হিসেবে শুরু করে ১৫ বছরের ব্যবধানে যখন 'ট্রাকের মালিক' বনে যান মোহাম্মদ সেলিম, তখন তার নিজের অজান্তে পৈতৃক নামের সাথে 'কোম্পানী' শব্দটা জুড়ে যায়। তার ধারণা, এই লাইনে ব্যবসায় করতে হলে এমন টাইটেল মানুষ পেয়ে যায়ই।

মোহাম্মদ সেলিম কোম্পানী একজন সফল ব্যবসায়ীর নাম। পিতা আবদুল লতিফ মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত দিনগুলোতে মা ও মাটির টানে যখন যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন, সেলিমের পরিবার তখন একেবারে সহায় সম্বলহীন। ৪ বোন, ২ ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় মোহাম্মদ সেলিম দুর্দশার সেই দিনগুলোতে ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজে লেগে যান। এভাবে কেটে যায় ৫/৬ বছর। তার বয়স যখন ২৫/২৬ তখন থেকে ট্রাক চালাতে শুরু করেন। তবে, সেলিমের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ড্রাইভার হিসেবে লাইসেন্স পান ১৯৮২ সালে।

স্বাবলম্বী হলেও মাঝে মাঝে যখন তার যাত্রা থেমে যেতো, তখন ঘাসফুলের সহায়তায় সেলিম সচল করেছেন গাড়ির চাকা একই সাথে নিজ জীবনের ভাগ্যও।

মোহাম্মদ সেলিম একদিন এক বন্ধুর কাছ থেকে কিস্তিতে ট্রাক কেনার একটি প্রস্তাব সম্পর্কে জানলেন। সে ৮/১০ বছর আগের ঘটনা। দাম ৪ লাখ। মাসিক কিস্তি ২০ হাজার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। নিজে ট্রাক চালিয়ে, রাত-দিন বিরামহীন শ্রম দিয়ে ২ বছরের ভেতর সেলিম সে ট্রাকের মালিক হলেন। ব্যবসায়ের সীমাহীন দিগন্তে তার যাত্রা শুরু হলো।

দেওয়ান হাট দীঘির পাড় যেখানে মোহাম্মদ সেলিমের পৈতৃক বাড়ী সেখানে ঘাসফুল সমিতি পরিচালনা করে; সে কথা এক দিন তারও কানে যায়। সেটা ১৯৯৯ সালের কথা। সেলিম সমিতির সদস্য হয়ে যান সে বছরের ২১ মার্চ। তিন মাসেরও কম সময়ে সেলিম ঘাসফুল থেকে ১ম দফা ঋণ নেন (১৯.৬.৯৯)। সে টাকায় নতুন চাকা কিনে ফিরিয়ে আনেন ট্রাকের সচলতা। মোহাম্মদ সেলিমই হলেন দৈনিক সঞ্চয় কার্যক্রমের ১ম ঋণ গ্রহীতা। এভাবে গত ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ছয় দফা ঋণ নিয়েছেন যার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত।

এ টাকায় সেলিম বিভিন্ন সময়ে ট্রাক মেরামত করেছেন, নতুন চাকা কিনেছেন কিংবা পৈতৃক ভিটেতে তার মালিকানাধীন চার রুমের যে ভাড়া ঘর রয়েছে তা মেরামতের কাজে লাগিয়েছেন। স্বাবলম্বী হলেও মাঝে মাঝে যখন তার যাত্রা থেমে যেতো, তখন ঘাসফুলের সহায়তায় সেলিম সচল করেছেন গাড়ির চাকা একই সাথে নিজ জীবনের ভাগ্যও। নিজের পরিশ্রমলব্ধ আয় আর ট্রাক থেকে আয় দু'য়ে মিলে তিনি এখন দু'টো ট্রাকের মালিক। আয় আসে ভাড়া ঘর থেকেও। সব মিলিয়ে তার গড় মাসিক আয় ২০ হাজার টাকার বেশী। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় বিশ্বাস না করলেও সেলিম কোম্পানী ঘাসফুলে সঞ্চয় করেছেন প্রায় ২১ হাজার টাকা।

স্ত্রী, ৪ মেয়ে, ১ ছেলে আর দুই ভগ্নিপতিকে নিয়ে ৯ সদস্যের বড় পরিবার তার।

নিজে খুব বেশী পড়াশোনা করতে না পারলেও সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি বেশ সচেতন। ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়ছে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের বিষয়ে একেবারে অন্ধকারে থাকলেও তিনি তার মেয়েদের বিয়ের বিষয়ে অত্যন্ত সময় সচেতন। তিনি বলেন, 'তারা আগে পড়ালেখা করুক, তারপর বিয়ের চিন্তা'। মেয়েদের যে কুড়ি বছরের আগে বিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ তা তিনি জানেন। ঘাসফুলের কাছে তিনি টাকার অঙ্কে ঋণী নন কেবল, আত্মিক বন্ধনেও সম্পৃক্ত। তার মতে, 'পরিবহন ব্যবসায়ে প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চয়তা। চাকা চলে যায়, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সব সময় তো হাতে টাকা থাকে না। ঘাসফুল ঋণ দিয়ে আমার গাড়ি সচল করতে সহায়তা করেছে। এখন ভাড়া ঘর মেরামত করে আয়ের পথ খোলা রাখছে। ঘাসফুল তো আমারই সংগঠন'।

হাঁ পাঠক, এ রকম হাজার সেলিম কোম্পানীর পাশে দাঁড়িয়ে ঘাসফুল এখন সবার, এ জনপদের সব মানুষের সংগঠন।

বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার যার মধ্যে কমপক্ষে ৩১০ জন শিশু রয়েছে যাদের বয়স ১৪ বছরের কম।

ঢাকায় হোম ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের মেলায় ঘাসফুল

গৃহভিত্তিক মহিলা কর্মীদের তৈরী পণ্য সামগ্রী নিয়ে গত ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশ নিয়েছে ঘাসফুল। দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সৃষ্ট পণ্যসামগ্রীর সাথে দেশবাসীর পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ হোম ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন এই মেলার আয়োজন করে।

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক যে সব নারীকে সাথে নিয়ে ঘাসফুল কাজ করে তাদের এক বিশাল অংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং গৃহ ভিত্তিক পণ্য তৈরীতে সম্পৃক্ত। মূলত: এ ধরনের উপকারভোগীদের পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও ক্রেতা দর্শনার্থীদের সাথে সেগুলোর পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে ঘাসফুল এ মেলায় অংশগ্রহণ করে।

৫ সেপ্টেম্বর সকালে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী পর্বের মধ্য দিয়ে মেলা শুরু হয় ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে। এই কমপ্লেক্সের সাধারণ সম্পাদিকা ও মেলা কমিটির আহ্বায়ক মিসেস আঙ্গুরী

ঘাসফুলের স্টলে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সমাগম

বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন নিটল-টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল মাতলুব। প্রধান অতিথি মেলার উদ্বোধন ঘোষণার আগে বক্তারা মেলা আয়োজনের প্রেক্ষাপট, মেলার উদ্দেশ্য প্রভৃতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা গৃহভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নিজের সৃজনশীলতার বিকাশে উদ্যোগী হওয়ার জন্য উদ্যোক্তা নারীদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন, এভাবে আমরা সবাই যদি নিজেদের সময়কে কাজে লাগাই তাহলে আমরা নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনে সমর্থ হবো।

দু'দিনব্যাপী এ মেলায় মূলত: হস্তশিল্প সামগ্রীই প্রদর্শিত হয়। স্টলে স্টলে নারীদের অবসর সময়ের চমৎকার হস্তশিল্পসমূহ শোভা পাচ্ছিলো। ঘাসফুলের স্টলে যে সব পণ্য সামগ্রী প্রদর্শিত হয় তার মধ্যে রয়েছে হাতের কাজ করা থ্রি পিচ, বেডশীট, পাটি, কুশন কভার, বাচ্চাদের পোশাক, ব্লক-বাটিক-চুমকি প্রভৃতি দিয়ে শাড়ি, ওয়ালমেট, মোম, কাঠ, প্লাস্টিক ও মাটির বিভিন্ন শো পিচ প্রভৃতি।

ছেনোয়ারার স্বাবলম্বী হয়ে উঠা

লুৎফুন্নেসা লিমা

তার নাম ছেনোয়ারা বেগম। গোসালডাঙ্গায় থাকেন। স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে সুখের সংসার ছেনোয়ারার। কোন কিছুরই অভাব নেই তার সংসারে।

কালের বহমান ধারায় সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন আসে ছেনোয়ারার সংসারেও। পরিবর্তন মানে বদলে যাওয়া, সুখের ঘরে দুঃখের আগমন। মুদি দোকানদার স্বামী আবুল বশরের ব্যবসায়ে এক সময় মন্দা নামে, কমতে থাকে ব্যবসায়ের পসার। শোচনীয় হয়ে পড়ে দোকানের অবস্থা। দোকানের এই করুণ অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। স্বামীর এই দুর্দশায় পাশে এসে দাঁড়ান ছেনোয়ারার।

ছেনোয়ারা বেগম

দোকানকে আবার ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়ে স্বামীর এই সংকটে এগিয়ে আসেন ছেনোয়ারা। তার পক্ষে এমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়েছে; কেননা তিনি হলেন ঘাসফুল সমিতির একজন সদস্য। ঘাসফুল থেকে ঋণ নিয়ে স্বামীর দোকানের কাজে লাগান এবং তাতে দোকানের উন্নতিও হয়। আবার ফিরে আসতে থাকে স্বচ্ছলতা।

১ম দফা ঋণের কিস্তি শোধ করে তিনি আবারও ঋণ নেন। এবার তিনি নিজে কিছু করার চেষ্টা করেন। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করা ছেনোয়ারা ঋণ নিয়ে স্বামীকে দেয়ার পাশাপাশি এক সাহসী উদ্যোগ নিয়ে ফেলেন। ঘাসফুলের কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে নিজে পোলট্রি ফার্ম গড়ে তোলেন। মূলত : স্বামীর পাশাপাশি নিজে কিছু আয় করে সংসারটাকে আরো স্বচ্ছল করাই তার লক্ষ্য। চারপাশের বাকী দশ জন নারীর মতো নিষ্ক্রিয় না থেকে ছেনোয়ারা নিজে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে উদ্যোগী হলেন। এখানেই ছেনোয়ারা আর দশ জন নারী থেকে আলাদা।

ঘাসফুলের ছোঁয়ায় ছেনোয়ারা সচেতনও হয়েছেন বটে। তিন সন্তানের জননী এই নারী নিজে পড়াশুনা কম করলেও ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার ব্যাপারে খুব দায়িত্বশীল। তার দুই মেয়ে, এক ছেলে। সন্তানদের নিয়ে তিনি খুবই আশাবাদী। তার ইচ্ছা, সন্তানদের শিক্ষিত করবেন যাতে তারা বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মেয়েদের বিয়ে নিয়ে কথা উঠলে তিনি অপরিণত বয়সে বিয়ের পর মেয়েদের জীবনে যে দুরবস্থা সৃষ্টি হয় তা তুলে ধরলেন। তিনি তার মেয়েদের শিক্ষিত করেই তবে বিয়ে দেবেন। তার মতে, ২০ বছরের কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া ঠিক না। কারণ এতে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তিনি বলেন, মেয়েদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট যত্ন নেয়া প্রয়োজন। তিনি তার ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি খুবই যত্নশীল।

ঘাসফুলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ছেনোয়ারা কেবল নিজের সংসারে সুখ ফিরিয়ে আনেন নি; এনেছেন নিজের ও পরিবারের অপরাপর সদস্যদের জীবনধারায় নানা পরিবর্তনও। ছেনোয়ারার এই অগ্রযাত্রা ঘাসফুলের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের নিয়ত সফলতার যেন আরেকটি পালক সংযোজন।

উদ্যোক্তাদের গ্রুপ পর্যায়ে পর্যালোচনা সভায় সদস্যরা

ইডিবিএম প্রশিক্ষণ ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি আনছে

ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (জিইডিপি) অধীনে যে সব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছেন। গ্রুপ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত থেকে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

গত ১৪ জুলাই লাইভলীহুড বিভাগের হল রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় ম্যানেজার আবেদা বেগমের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সহকারী ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় বিভিন্ন সময়ে জিইডিপি'র ট্রেনিং প্রাপ্ত সদস্যরা অংশ নেন।

এ পর্যালোচনা সভায় মূলত: ইডিবিএম প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোক্তাগণ মাঠ পর্যায়ে যে সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাদের বক্তব্য থেকে জানা গেছে, এসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ থেকে কারিগরী বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করেছেন আর্থ-সামাজিক কারণে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

অংশগ্রহণকারী জিইডিপি'র সদস্যরা আরো জানান যে, প্রশিক্ষণ গ্রহণের কারণে তারা ব্যবসায় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেয়েছেন এবং দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সচেতন ও ঝুঁকি গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ এ ধরনের আরো উন্নততর ও উচ্চমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

নাগরিক অধিকার ও নারী সহায়তায় ২০ টি কমিটি গঠিত

ঘাসফুল-ব্লাস্ট প্রজেক্ট যা 'জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ' নামে পরিচিত, তার অধীনে পটিয়া উপজেলার ১০ টি গ্রামে ২০ টি কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রতিটি গ্রামে একটি করে 'নাগরিক অধিকার কমিটি' এবং 'নারী সহায়তা গ্রুপ' রয়েছে।

গ্রামগুলোর মধ্যে রয়েছে ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়নে ৭ টি এবং ১ নং চরপাথর ঘাটা ইউনিয়নে ৩ টি। প্রতিটি কমিটিতে ৬/৭ জন করে সদস্য রয়েছেন। নাগরিক অধিকার কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তির হার পুরুষের তুলনায় কম হলেও নারী সহায়তা গ্রুপ কেবল নারীদের নিয়েই গঠিত।

ঘাসফুলের মৌলিক কার্যক্রমের অন্যতম নাগরিকদের অধিকার সচেতন করে তোলা এবং অসহায় নারীদের আইনগত সহায়তা দানের প্রতিধ্বনিই করছে এই কমিটিগুলোর কার্যক্রম। স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট সমস্যা ও বিরোধ মীমাংসার জন্য নাগরিক অধিকার কমিটি গঠিত হয়েছে। আর নির্যাতিত নারীরা যাতে আইনগত সহায়তা পেতে পারে সেজন্য গঠিত হয়েছে নারী সহায়তা গ্রুপ।

হতদরিদ্র কর্মসূচির মাসিক সভা

ঘাসফুল হতদরিদ্র কর্মসূচির সদস্যদের সভা গত ৯ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে হতদরিদ্র কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ছিল খেলাপী ঋণ উদ্ধার, সভায় নিয়মিত উপস্থিতি, সঞ্চয় ও কিস্তির টাকা সময়মত পরিশোধ করা ইত্যাদি।

আলোচ্য সূচি অনুযায়ী সভায় যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলো হলো-খেলাপী হয়ে যাওয়া একজন সদস্যের ঋণ বাকি সব সদস্যই পরিশোধ করবেন, সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, একজনের সঞ্চয় অন্যজন আনতে পারবে না, সঞ্চয় ও ঋণের টাকা সদস্য নিজে এসেই পরিশোধ করবেন প্রভৃতি।

এদিকে, অনুরূপ আরেকটি মাসিক সভা ২০ জুলাই ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। হতদরিদ্র কর্মসূচিতে নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্রম অবনতিতে এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সদস্যদের এসব সিদ্ধান্ত মেনে চলার বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করা হয়।

প্রত্যেক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো ত্রৈমাসিক অভিভাবক সভা

ঘাসফুল পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার (এনএফপিই) ১৩টি কেন্দ্রে গত ৬-২৩ জুলাই ১৩টি অভিভাবক সভা সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তিন মাস অন্তর এ ধরনের অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাসমূহের আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিলো স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আরো বাড়ানো, স্কুল সেভিংস, নতুন স্কুল কমিটি গঠন ও দায়িত্ব বন্টন, স্কুলের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা প্রভৃতি। শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষিকারা এ সভা আয়োজন ও পরিচালনা করেন।

ইছানগরে ঘাসফুলের কমিউনিটি সভা ও বৃক্ষরোপণ সম্পন্ন

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি ঘাসফুল কর্ণফুলী থানাধীন ইছানগর এলাকার কিশোর-কিশোরীদের জন্য শিগগির সেলাই প্রশিক্ষণ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করবে এবং ভবিষ্যতে সেখানে একটি স্কুল পরিচালনা করবে। গত ২৫ আগস্ট সোমবার মধ্যম ইছানগর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক কমিউনিটি সভায় এ ঘোষণা দেয়া হয়।

বক্তব্য রাখছেন মফিজুর রহমান, পাশে উপস্থিতির একাংশে

স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে ঘাসফুলের কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে এ কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত, সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে প্রায়ই এ ধরনের কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয় যেখানে স্থানীয় জনগণ সংগঠনের কার্যক্রমের সমালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মধ্যম ইছানগর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রফিক, ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন, স্থানীয় মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ড মাওলানা আবদুল মাবুদ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ ইদ্রিস, মহিলা ইউ পি সদস্য বেগম সাবিনা আক্তার, স্থানীয় সংগঠক মো: ইউসুফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন আবু করিম ছামি উদ্দিন।

শুরুতে এলাকাবাসীদের সামনে ঘাসফুলের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয় এবং পরবর্তীতে স্থানীয় অধিবাসীসহ অতিথি বক্তারা ঘাসফুলের কাছে তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, আরো কিছু এনজিও সেখানে কাজ করছে; তবে তাদের সুদের হার অত্যন্ত চড়া। উক্ত এলাকায় ঘাসফুলের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে সুদের হার যেন এসব স্বল্প আয়ের মানুষদের আওতার বাইরে চলে না যায় তার জন্য তারা অনুরোধ জানান। তারা ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান। সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং ঘাসফুল যাতে এলাকাবাসীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন।

কমিউনিটি সভার পর স্থানীয় মধ্যম ইছানগর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে ফলজ ও বনজ বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করা হয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড নিয়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

'আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সমিতি সদস্যদের একাংশে

দলীয় সদস্যদের মধ্যে যারা নিজেদের সঞ্চয় ও ঘাসফুল থেকে ঋণ গ্রহণ করে কোন না কোন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত আছেন এমন ২৩ জন সদস্য এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিপরীতে প্রশিক্ষণে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম ও সাইদুর রহমান সাঈদ।

এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বিকল্প কর্মকান্ডের ভেতর থেকে সবচেয়ে উপযোগী আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডটি বেছে নিতে পারবেন বলে আশা করা হয়। কেবল নির্বাচন নয়, কর্মকান্ডটি পরিকল্পিত এবং তার সঠিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এ প্রশিক্ষণ দিক-নির্দেশনার কাজ করে থাকে।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশার সাথে তাদের প্রাপ্তি মেলানো হয়। প্রশিক্ষণের সহায়কদ্বয় কেবল প্রশিক্ষণ প্রদান নয়, নিয়মিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের উপরও জোর দেন এবং এ ক্ষেত্রে ঘাসফুলের পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেন।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের আলোচনা সভায় বক্তারা

সুস্থ শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০০৩ উপলক্ষে ঘাসফুলের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, সুস্থ শিশুর নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। গত ৬ আগস্ট বুধবার ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সভানেত্রী মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ডা. সাবা নাজনীন ইসলাম এবং বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু, ধাত্রী রেজিয়া বেগম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জন্মের পর পরই শিশুকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে যা কিনা শিশুর জীবনে প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। শাল দুধ শিশুর ভেতরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ডায়রিয়া, শ্বাসনালীর সমস্যাসহ শিশুদের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। বক্তারা আরো বলেন, শিশুকে স্তন্যদানের কারণে মা'র শারীরিক সৌন্দর্য্য হানি ঘটে না বরং মা'কে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে বাঁচায়।

বক্তারা বলেন, শিশুকে মা বুকের দুধ খাওয়ালে পরিবারও বড় ধরনের আর্থিক ব্যয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এছাড়া, শিশু খাদ্যে আজকাল প্রায়শই ভেজাক্রিয় পদার্থ মেশানোর মতো দু:সংবাদ আমরা সংবাপত্রের কল্যাণে পেয়ে থাকি; এ বিষয়েও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। কৃত্রিম দুধ শিশুর বেড়ে উঠার সহায়ক না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ইডিবিএম প্রশিক্ষণ নিলো

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (ইডিবিএম) প্রশিক্ষণ নতুন নতুন কমসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ইডিবিএম প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

ইডিবিএম প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ২০ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর সকালে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

এতে ২১ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এবার যারা প্রশিক্ষণ নিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন লোহার ব্যবসায়ী, মুদি দোকানদার, ওয়ার্কশপের মালিক, আর্টের দোকানী, মোবাইল বিক্রেতা, জুটের ব্যবসায়ী, টেক্সি ও মটর যন্ত্রাংশের প্রস্তুতকারী, বাটিক-বুটিক, খাবারের দোকানদার, প্লাস্টিক কারখানার মালিক, কসমেটিকসের ব্যবসায়ী, স্টেশনারী ব্যবসায়ী, স্টিলের আলমারী প্রস্তুতকারক প্রভৃতি।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের অবস্থানে সাফল্য লাভ করেছেন কিংবা সম্ভাবনাময়ী এমন সমিতি সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে ঘাসফুল বছরের বিভিন্ন সময়ে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করছে। এতে ব্যবসায়ের বিভিন্ন কৌশল হাতে কলমে শেখানোর পাশাপাশি এসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ের দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা চালানো হয়।

পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সেশনে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল, সহকারী অফিসার গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম, সাইদুর রহমান সাঈদ এবং আবু করিম ছামি উদ্দিন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য এইডস সচেতনতা কর্মসূচি পালিত

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে এসটিডি, এইআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৯ জুলাই ঘাসফুলের উদ্যোগে পশ্চিম মাদারবাড়ি সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন ঘাসফুলের প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। সংগঠনের প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

ডা. সায়েমা আক্তার স্কুলের শতাধিক ছাত্রীর উদ্দেশ্যে যৌন রোগ ও এইডস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশা প্রকাশ করে বলেন, প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের বহির্ভূত এই অপরিহার্য জ্ঞান ছাত্রীরা নিজ জীবন ও স্ব স্ব পরিবারের সদস্যদের সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে।

দল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দু'দফা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

দলের সুষ্ঠু পরিচালনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দলের সার্বিক কার্য সুপরিকল্পিতভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গত ১৭ জুলাই ও ১০ আগস্ট দু'দফা 'দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ম দফায় ৩৩ জন এবং ২য় দফায় ২৪ জন সমিতি সদস্য এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের বেশিরভাগই নতুন সদস্য ছিলেন এবং তাদেরকে সমিতির বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, সমিতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা রক্ষা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সাফল্য লাভ প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়।

দু'টো প্রশিক্ষণে সহায়কের দায়িত্বে ছিলেন গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং ১ম দফায় তার সাথে ছিলেন সাইদুর রহমান সাঈদ ও ২য় দফায় মোহাম্মদ সেলিম।

কৃতি ছাত্র

কর্মজীবী মায়ের সন্তানের কৃতিত্ব

চিন্ময় সেন এবারের এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। চট্টগ্রাম সেন্ট প্লাসিডস হাই স্কুল থেকে বাণিজ্য বিভাগে জিপিএ ৪.০৬ পেয়ে চিন্ময় এই কৃতিত্ব অর্জন করে। চিন্ময়ের বাবার নাম সুভাষ চন্দ্র সেন এবং তার মা স্মৃতি চৌধুরী ঘাসফুলের লাইভলীহুড বিভাগে সহকারী ম্যানেজার (একাউন্টস) পদে কর্মরত আছেন। চিন্ময় বর্তমানে সরকারী বাণিজ্য কলেজে অধ্যয়নরত। সে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী।

শিশু অধিকার সপ্তাহে মত বিনিময় সভায় ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী

শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনে গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সহযোগিতায় গ্রীণ বাংলাদেশ আয়োজিত 'সুবিধাপ্রাপ্ত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মত বিনিময় সভা' শীর্ষক ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল স্কুলের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে।

মেবন সান স্কুল ও কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মত বিনিময়ে সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করে মেবন সান স্কুলের শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেয় বেসরকারী সংস্থা ঘাসফুল, বিটা ও অন্যান্য সংগঠন পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের শিশুরা।

সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুরা নিজেদের পছন্দমত কাজকর্ম করতে পারে না-অভিভাবকদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনে তাদের সব ধরনের সুবিধা প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে। অন্যদিকে, সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা জানায়, তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কোনো অধিকার পায় না। তাদের বাবা-মা'র অসচেতনতা ও আর্থিক অনটনের জন্য তারা শিক্ষা বঞ্চিত থাকে। অনেক কন্যা শিশুকে অপরিণত বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে।

মত বিনিময় সভায় ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ নাছির এবং পাখি অংশ নেয়। এছাড়া, মত বিনিময় সভা শেষে ঘাসফুলের একজন শিক্ষার্থী গান শুনিয়ে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

মরহুম মো. লুৎফর রহমান স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত

বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা, শিক্ষানুরাগী, ব্যবসায়ী এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-এর পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য মরহুম মো. লুৎফর রহমানের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণ সভা গত ১ আগস্ট ২০০৩ শুক্রবার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত, মরহুম লুৎফর রহমান ১ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে রাজশাহীর নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম বার কাউন্সিলের সিনিয়র আয়কর উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এম এল রহমান নামে সমধিক পরিচিত মরহুম মো. লুৎফর রহমান চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। স্মৃতি চারণে অংশ নেন ইস্পাহানী টি গার্ডেনের জেনারেল ম্যানেজার মো. গোলাম মোস্ত ফা, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের প্রধান নির্বাহী হাফিজুল ইসলাম নাসির, মরহুমের একমাত্র ছেলে এবং ঘাসফুলের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, একুশে হাসপাতালের অন্যতম পরিচালক কবিতা বড়ুয়া, সমাজসেবক ওবায়দুর রহমান, ওমর গণি এমইএস কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা হামিদা চৌধুরী, চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতির সদস্য মো. আমির হোসেন, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির প্রাক্তন সদস্য শাহানা মোজাম্মেল, ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, মরহুমের নাতি সাকিব রহমান প্রমুখ।

বক্তব্য রাখছেন মো. গোলাম মোস্তফা, পাশে (ডান থেকে) মো: শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন ও অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান

বক্তারা বলেন, মরহুম এম এল রহমান ছিলেন একজন সহজ, সরল, নিরহংকারী এবং সর্বোপরী সৎ মানুষ। তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক মানুষ। খুব অল্প সময়ে তিনি মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। তিনি ছিলেন পরিচিত সব মানুষের আপনজন, প্রিয়জন। বক্তারা আরো বলেন, তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতিমনা মানুষ। লাইভলীহুড বিভাগের কালেক্টর ওমর ফারুকের পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার গভর্নেন্স, এডভোকেসি, রিপোর্টিং ও পাবলিকেশন বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। আলোচনা সভা শেষে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. আহসান উল্লাহ মিয়া।

এদিকে, ঘাসফুলের পক্ষ থেকে ওই দিন দুপুরে পশ্চিম মাদারবাড়ি জামে মসজিদে পবিত্র জুমআর নামাজের পর এক মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে এর আগের দিন বাদ মাগরিব নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি জামে মসজিদে অনুরূপ এক মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

পটিয়ায় কমিউনিটি সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সাল থেকে ঘাসফুল পটিয়ার কোলাগাঁও ইউনিয়নে কাজ করে আসছে। প্রথমে স্কুল পরিচালনা ও পরিবর্তীতে এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঘাসফুল। এ দু'টি কার্যক্রমের পাশাপাশি গত বছর থেকে সেখানে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়। চলতি বছরে ঘাসফুল মানবাধিকার সংস্থা ব্লাস্টের সহায়তায় সেখানে আইন ও সালিসী কার্যক্রম শুরু করেছে। ঘাসফুলের এসব কার্যক্রম সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং এসব নিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীদের অভিমত জানার জন্য এই কমিউনিটি সভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তারা তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। এসব প্রত্যাশার বিষয়ে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আগামী এক মাসের মধ্যে সেখানে একজন এমবিবিএস ডাক্তার সপ্তাহে একদিন রোগী দেখবেন। স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বনায়ন ও এর রক্ষণাবেক্ষণে ঘাসফুলের সম্পৃক্ততার কথাও এতে জানানো হয়।

আলোচনা শেষে ঘাসফুল পরিচালিত একটি সমিতির আট জন সদস্যের হাতে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ঋণের টাকা তুলে দেন। মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এই এলাকার উন্নয়নে ঘাসফুলের নিরবচ্ছিন্ন সম্পৃক্ততা ভবিষ্যতে আরো জোরদার করার কথা উল্লেখ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সিএম ও সিএইচ সংগ্রহে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চাইল্ড মেসেজ (সিএম) এবং কেস হিস্ট্রি (সিএইচ) বিষয়ক এক দিনের এক কর্মশালা গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতাধীন ১০৩০ জন শিশুর সাম্প্রতিক সিএম, সিএইচ ও ছবি সংগ্রহের বিষয়ে এতে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষিকারা এতে অংশগ্রহণ করেন এবং সিএইচ ফর্মসমূহ পূরণ করেন।

কর্মীদের মাঝে ঘাসফুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর কর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কৃত করেছে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ মিলনায়তনে আয়োজিত সংগঠনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ২০০২-এ গত ১ আগস্ট শুক্রবার কর্মীদের হাতে সম্মাননা পদক ও পুরস্কারের অর্থ তুলে দেয়া হয়। লাইভলীহুড বিভাগের শ্রেষ্ঠ সহকারী কর্মকর্তার পুরস্কার পেয়েছেন তাঈম-উল আলম ও তাজুল ইসলাম (যুগ্মভাবে) এবং শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি মবিলাইজারের পুরস্কার পেয়েছেন দিলরুবা সুলতানা (১ম), শঙ্করী বসাক (২য়), তাজমহল বেগম (৩য়), মর্জিনা বেগম (৪র্থ) ও জাহানারা আহমেদ (৫ম)। লাইভলীহুড কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের জন্য বিভাগের ম্যানেজার আবেদা বেগম ও সহকারী ম্যানেজার (একাউন্টস) স্মৃতি চৌধুরীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার পেয়েছেন রওশন আরা মনির (কমিউনিটি মবিলাইজার) ও সেলিনা আক্তার (স্বাস্থ্য সহকারী) এবং ধাত্রীদের মধ্যে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তারা হলেন নূরজাহান (১ম), মোর্শেদা (২য়) ও রুবী (৩য়)।

ঘাসফুল এন এফ পি ই স্কুলের শিক্ষিকাদের মধ্যে বেপারীপাড়া ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষিকা বেহানা বেগম (১ম), গোসাঈলডাঙ্গা ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষিকা আয়েশা খাতুন (২য়) এবং সুইপার কলোনী ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষিকা সিন্ধু দাশ ও কদমতলী ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষিকা গুলশান আরা (যুগ্মভাবে ৩য়) হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন।

এদিকে, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির বিদায়ী সভানেত্রী ও বর্তমান উপদেষ্টা মিসেস শাহানা আনিস এবং বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক ও বর্তমান চেয়ারপার্সন মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের অনবদ্য অবদানের জন্য যথাক্রমে সাধারণ পরিষদ সদস্য ও প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়।

তথ্য-কণিকা

মানসিক বা শারীরিকভাবে পঙ্গু শিশু যাতে সুষ্ঠু এবং পরিপূর্ণ জীবনকে উপভোগ করতে পারে এবং তার মর্যাদা নিশ্চিত হয়, রাষ্ট্র সে পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং সমাজে শিশুর আত্মনির্ভরশীল সক্রিয় অংশ গ্রহণের পথ সুগম করবে। (শিশু অধিকার সনদ, অনুচ্ছেদ : ৩০, ধারা : ১)

বর্ষ ২
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুলে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের উদ্বোধন

এক অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২৮ আগস্ট ঘাসফুল স্থায়ী ক্লিনিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। ঘাসফুলের নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ফিতা কেটে এই ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

এখন থেকে ঘাসফুল স্থায়ী ক্লিনিকে আইইউডি ও ইনজেকশন-এ দুটি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবেন গ্রাহকরা। ইতিপূর্বে এ ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাসফুল গ্রাহকদের অন্যত্র প্রেরণ করে সেবা গ্রহণের পরামর্শ দিতো।

ঘাসফুল দীর্ঘ মেয়াদী এসব পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রাহক ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়ায় এ বিষয়ে ক্লিনিক্যাল কার্যক্রমের অনুমতি চেয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক উম্মা হাছিনা আক্তারসহ কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে ঘাসফুল স্থায়ী ক্লিনিক পরিদর্শনের পর পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এই অনুমোদন প্রদান করেন। গত ১৯ জুলাই অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ইউনিটের পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর মুহিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক স্মারক পত্রে এই অনুমোদনের কথা জানানো হয়। জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও ডবলমুরিং থানা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অব্যাহত সহযোগিতায় বর্তমানে ঘাসফুল স্থায়ী ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক এই দুটি স্থায়ী পদ্ধতির ক্লিনিক্যাল কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ক্লিনিকের প্রথম ইনজেকশন গ্রাহক ছেনোয়ারার ফিতা কেটে ক্লিনিক্যাল কার্যক্রম উদ্বোধনের পর

বিভিন্ন স্থানে মোম ও ব্লক বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঘাসফুলের উদ্যোগে মোম ও ব্লক বিষয়ক তিন দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ গত ৪-৬ আগস্ট ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়েছে। এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থী লোককেন্দ্রের সদস্য এবং রিফ্লেক্ট সহায়কসহ মোট ১৩ জন এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৪ আগস্ট এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সংগঠনের প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন, শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দন আহমদ, শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন এনএফপিই স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ৬ শিক্ষার্থী, লোককেন্দ্রের ৬ সদস্য এবং একজন রিফ্লেক্ট সহায়িকা। প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা জোবেদা বেগম কলি। প্রশিক্ষণের প্রথম দুই দিন মোমের কাজ শেখানো হয়। মোম তৈরী করা, মোম দিয়ে বিভিন্ন শোপিচ যেমন-ফটোফ্রেম, আইসক্রিম, জুস, কলমদানি, ঝুড়ি, ফুল তৈরী প্রভৃতি শেখানো হয়।

তৃতীয় দিনে ব্লকের বিভিন্ন বিষয় যেমন-কাপড়ে বঙ করা, রঙ মেশানো এবং ব্লকের নিয়ম শেখানোর মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে স্কুল শিক্ষার্থীদের করা ব্লকের কাজ দেখানো হচ্ছে

মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রে মোমের প্রশিক্ষণ

ঘাসফুলের সহায়তায় পরিচালিত মোগলটুলি উন্নয়ন কেন্দ্রে গত ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী মোমের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই উন্নয়ন কেন্দ্রের ১০ জন সদস্য এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আর প্রশিক্ষণে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন এই উন্নয়ন কেন্দ্রেরই সদস্য লিলি, পেয়ারা ও জহানারা। এই তিন সদস্য ইতিপূর্বে ঘাসফুলে মোমের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ২০ টাকা ফি'র বিনিময়ে গ্রুপ পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে বলে উন্নয়ন কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে।

আবিদর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্রে মোমের প্রশিক্ষণ

এদিকে, গত ২০-২২ সেপ্টেম্বর আবিদর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুরূপ এক মোমের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণে উন্নয়ন কেন্দ্রের ১২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তারা প্রত্যেকেই ২০ টাকার বিনিময়ে এই প্রশিক্ষণ নেন।

উপদেষ্টামন্ডলী
মিসেস শাহানা আনিস
ডেইজি মওদুদ
এম এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফউদ্দিন আহমদ

মমতায় শিশু, উন্নয়নে শিশু। সকল ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণ চাই।

আইকো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফডি এসোসিয়েশন, ১৩৬১, ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।